এক একর জমি ৫ টাকা...
সিলেটের রাজপুত্র নাসের রহমান কাহিনী

শৈভিক আহমেদ

অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমান দীর্ঘদিন ধরে বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত। তার নির্বাচনী এলাকা মৌলভীবাজার সদর ও রাজনগর উপজেলা। জিয়াউর রহমান সরকারের আমলে তিনি ছিলেন বাণিজ্যমন্ত্রী। তখন এলাকার উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। বিশেষ করে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটে তার আমলে। পরবর্তীতে স্বৈরশাসক এরশাদ আমলে তিনি চলে যান পর্দার আড়ালে। '৯০ সালে এরশাদ যুগের অবসান হলে '৯১ সালের সাধারণ নির্বাচনে মৌলভীবাজার-রাজনগর আসন থেকে নির্বাচন করেন। কিন্তু সেই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ দলীয় প্রার্থীর কাছে বিপুল ভোটে পরাজিত হন তিনি। তার এই পরাজয়ের কারণ ছিল মূলত জনগণের সঙ্গে সম্পৃক্ততার অভাব।

নির্বাচনে পরাজিত হলেও সাইফুর রহমান '৯১-এর বিএনপি সরকারের আমলে অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। ওই সময় তিনি এলাকায় ব্যাপক উন্নয়ন করেন। এই উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের কারণে আ.লীগের ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত মৌলভীবাজার-রাজনগর আসনে ব্যক্তি ইমেজের ওপর নির্ভর করে সাইফুর রহমান '৯৬-এর নির্বাচনে সাংসদ নির্বাচিত হন। তার এই বিজয়ের পর দল হিসেবে যতটা না বিএনপির ভূমিকা, তারচেয়ে কয়েক গুণ বেশি ভূমিকা দীর্ঘদিনে গড়ে তোলা ব্যক্তি ইমেজের। দলমত-নির্বিশেষে লোকজন তাকে ভোট দেন এলাকার মন্ত্রী হিসেবে। তাছাড়া '৯১-এর নির্বাচনের আগে সাধারণ জনগণের সঙ্গে তার যে দূরত্ব ছিল সময়ের ব্যবধানে সে দূরত্ব কমে আসে। তিনি আপাদমস্তক একজন রাজনীতিক হিসেবে মিশে যান জনগণের মাঝে। ফল হিসেবে ২০০১-এর নির্বাচনেও তিনি বিজয়ী হন প্রায় ১৩ হাজার ভোটের ব্যবধানে।

কিন্তু সাইফুর রহমান দীর্ঘদিন যে ইমেজ গড়ে তুলেছিলেন তার নিজের নির্বাচনী এলাকায় তা এখন লাফিয়ে লাফিয়ে নিচের দিকে নামছে। আর এ কাজটি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে করছেন তার জ্যেষ্ঠ পুত্র এম নাসের রহমান ২০০১-এর নির্বাচনে তার বাবার ছেড়ে দেওয়া মৌলভীবাজার-৩ আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন উপ-নির্বাচনে সাংসদ নির্বাচিত হন। সাংসদ নির্বাচিত হওয়ার থেকে একের পর এক কর্মকান্ড নাসের রহমানকে বিতর্কিত করে তুলেছে। নাসের রহমানের চলমান কর্মকান্ডে অর্থমন্ত্রীর বাধাদানের কথা শোনা যায়নি কখনো। আপনি যদি হঠাৎ করে জেলা শহর মৌলভীবাজারে যান তাহলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে এই শহর দেশের সবচেয়ে শান্ত। কিন্তু একটু আড়াল থেকে খোঁজ-খবর নিলে জানা যাবে ভয়ঙ্কর সব তথ্য। জানা যাবে মন্ত্রীপুত্র সাংসদ নাসের রহমানের কর্মকান্ড। সাংসদ নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে তিনিই হচ্ছেন মৌলভীবাজারের হর্তাকর্তা। তিনিই এখানকার সবকিছুর নিয়ন্ত্রক। মৌলভীবাজারের রাজনীতি ও প্রশাসন থেকে শুরু করে সবকিছুই চলে নাসের রহমানের চোখের ইশারায়। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়ার দুঃসাহস দেখায় এমন কেউ নেই মৌলভীবাজারে। আর কেউ যদি অবস্থান নিয়েই ফেলে, তাহলে তার পরিণতি হবে নির্ঘাত সিলেটের ঠিকাদার নূরুজ্জামান কিংবা সাংসদ শাহীনের মতো।

নাসের রহমান : রাজনীতিতে যেভাবে আগমন

মৌলভীবাজারের বিএনপি রাজনীতিতে নাসের রহমানের আগমন অনেকটা রাজপুত্রের মতো। তাকে সাধারণ মানুষ তো চিনতই না। এমনকি দলীয় নেতা-কর্মীদেরও তার সম্পর্কে তেমন ধারণা ছিল না। রাজনীতিতে তার আগমন আকস্মিকভাবে। তার বাবা অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমানই তাকে রাজনীতিতে টেনে আনেন। বলা যেতে পারে, আমাদের দেশে যে পারিবারিক রাজনীতির ধারাবাহিকতা, তারই একটা অংশ নাসের রহমান।

২০০১ সালের সাধারণ নির্বাচনে অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী এম সাইফুর রহমান সিলেট সদর-১ এবং মৌলভীবাজার-৩ (রাজনগর-মৌলভীবাজার) আসনে নির্বাচন করেন। দুটি আসনেই নির্বাচিত হন তিনি। এরপর সিলেট সদর আসন রেখে মন্ত্রী তার পারিবারিক বা নিজের আসন মৌলভীবাজার-৩ ছেড়ে দেন। তবে ওই আসনের উপনির্বাচনে তিনি নিয়ে আসেন নিজের জ্যেষ্ঠ পুত্র এম নাসের রহমানকে। ওই সময়ে মৌলভীবাজারের অনেক ত্যাগী বিএনপি নেতা মনে মনে ক্ষুব্ধ হন। কিন্তু অর্থমন্ত্রীর সিদ্ধান্তের ওপর কেউই কথা বলার সাহস পাননি। এরই মধ্য দিয়ে রাজনীতিতে আগমন ঘটে আজকের সাংসদ নাসের রহমানের।

কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন উপ-নির্বাচনে সাংসদ নির্বাচিত হয়েই থেমে থাকেননি নাসের রহমান। বলা যায়, এখান থেকে মৌলভীবাজার বিএনপির রাজনীতিতে তার আধিপত্য বিস্তার শুরু হয়। মৌলভীবাজার জেলা বিএনপির একাধিক সাবেক নেতা সাপ্তাহিক ২০০০কে জানান, নাসের রহমান যখন সাংসদ নির্বাচিত হন তখন জেলা বিএনপির সভাপতি ছিলেন সাবেক প্রতিমন্ত্রী ও মৌলভীবাজার-১ (বড়লেখা) আসনের বিএনপি দলীয় সাংসদ এবাদুর রহমান চৌধুরী এবং সাধারণ সম্পাদক ছিলেন অ্যাডভোকেট জুনেদ আহমদ। ওই কমিটিতে সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলেন মোশাররফ হোসেন বাদশা। কিন্তু সাংসদ নির্বাচিত হওয়ার কিছুদিন পর জেলা বিএনপির সভাপতি পদে তিনি অধিষ্ঠিত হন। সাবেক একাধিক নেতা ২০০০কে বলেন, সভাপতির পদ গ্রহণের সময় সাংসদ সংগঠনের গঠতন্ত্র অনুসরণ করেননি। কোনো রকম সম্মেলন বা কাউন্সিল ছাড়া এক সভায় বসে তৎকালীন চলমান কমিটির সভাপতি ও সম্পাদককে বাদ দিয়ে সাংসদ নাসের রহমানকে সভাপতি ও মৌলভীবাজার পৌরসভার বর্তমান চেয়ারম্যান ফয়জুল করিম ময়ূনকে সাধারণ সম্পাদক করে নতুন কমিটি গঠন করা হয়। পরবর্তীতে জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী এম সাইফুর রহমানের সুপারিশ নিয়ে পুনর্গঠিত কমিটির অনুমোদন নেওয়া হয় কেন্দ্র থেকে। আর এভাবেই জেলা বিএনপির রাজনীতিতে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেন সাংসদ নাসের রহমান।

অনুসন্ধানকালে জেলা বিএনপির এক সাবেক নেতা নাম প্রকাশ না করার শর্তে ২০০০কে বলেন, কমিটিতে রদবদল করা হলেও সাংগঠনিক সম্পাদক পদে কোনো রকম পরিবর্তন করা হয়নি। কিন্তু তৎকালীন সাংগঠনিক সম্পাদক মোশাররফ হোসেন বাদশাকে কমিটি থেকে বাদ না দিলেও

সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত তাকে পাশ কাটিয়ে নেয়া হতো। এক কথায়, দলে এক রকম স্বেচ্ছাচারিতা ও একনায়কতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু হয়। ওই নেতা আরো জানান, দলীয় নেতৃত্বের এরকম আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে এবং এসব কর্মকান্ডের প্রতিবাদ করতে না পারায় মোশাররফ হোসেন বাদশা সাংগঠনিক সম্পাদক পদ থেকে অব্যাহতি নেন ৪ এপ্রিল। শুধু মোশাররফ হোসেন বাদশা নন, দলীয় নেতৃত্বের কর্মকান্ডের ওপর বিরক্ত হয়ে মৌলভীবাজার ও রাজনগরে বিএনপির অধিকাংশ ত্যাগী নেতা-কর্মী দলে থাকলেও নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছেন। নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়া অনেক নেতা-কর্মী ২০০০কে বলেন, এখন বিএনপিতে সব চাটুকার ও লুটেরার দল নেতৃত্ব দিচ্ছে।

মাঠপর্যায়ে বিএনপির অনেক নেতা-কর্মী ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, দলীয় সাংসদ কিংবা নেতৃত্বের অনিয়মের বিরুদ্ধে কেউ কথা বললেই তাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়। এরকম দৃষ্টান্তের কথা উল্লেখ করে জেলা বিএনপির এক সাবেক নেতা ২০০০কে বলেন, চলতি বছরই জেলা বিএনপির সদস্য মতিন বকশ্‌কে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়। দলীয় আরো অনেকে বলেন, সাংসদ নাসের রহমান খুবই কড়া মেজাজের লোক। যার ফলে কিছুসংখ্যক নেতা ছাড়া সাধারণ নেতা-কর্মী কিংবা সাধারণ মানুষ তার পাশে যেতে পারে না।

চা বাগান প্রকল্প

Awf‡hvM Av‡Q A_gš¿x †QvU †Q‡j kwdDi ingvb kvg½j Dc‡Rjvq cvnvo¨ Lvm Rwg Pv ewMv‡bi Rb¨ eivÏ †bb| GRb¨ ckvm‡b bv‡mi ingvb cfve LvUvb| hw` I GB Awf‡hvM bv‡mi ingvb A¯xKvi K‡ib| wZwb e‡jb G wel‡q Awg RvbZvgB bv| c‡i †R‡bwQ|

মাইজদিহি পাহাড়ে রয়েছে পাঁচ শতাধিক একর খাস জমি। এসব জমিতে গত ৩০-৪০ বছর ধরে লোকজন বসবাস করে আসছে। যাদের অধিকাংশই ভূমিহীন শ্রেণীর। আর এ ভূমিতে সাংসদ নাসের রহমানের ভাই কায়সার রহমানের পরিচালনাধীন শাহজালাল হ্যাচারি অ্যান্ড ফিশারি লিঃ-এর অধীনে চা বাগানের জন্য দুই দফায় ২০০ একর ভূমি বন্দোবস্ত চাওয়া হয়। এর মধ্যে ১০০ একর ভূমি ইতিমধ্যে বন্দোবস্ত দেয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীদের। আর বাকি ১০০ একর এখনো প্রক্রিয়াধীন।

২০০২ সালের ৯ মার্চ শাহজালাল হ্যাচারি অ্যান্ড ফিশারি লিঃ ঠিকানা- বাহারমর্দ্দন, মৌলভীবাজার, ঢাকা অফিস। জালালাবাদ হাউজ, রোড নং-৪৭, বাসা নং- সিডব্লিউএন (২১এ), গুলশান-২ ঢাকা- এ ঠিকানায় শ্রীমঙ্গলের কালাপুর ইউনিয়নের মাইজদিহী পাহাড়ের নিম্নে উল্লেখিত খাস জমি বন্দোবস্ত নেয়ার জন্য আবেদন করেন শাহজালাল হ্যাচারি অ্যান্ড ফিশারি লিঃ পরিচালক সফিউর রহমান। তার এই আবেদনে শ্রীমঙ্গলের মাইজদিহি টি.ই. মৌজার জে.এল নং ৫১-এর ৭৩৫, ৬৭২, ৬৮৫, ৬৬৬, ৬৮১, ৩৫৭, ৬৭৫, ৬৯০, ৬৫৮ এবং ৩৫৬ দাগে এবং নারায়ণছড়া টি.ই. মৌজার জে.এল. নং-৫৩-এর অধীন ৪০৬, ৩০৩, ৪১০, ৩২, ৪৩২, ৪০৯ এবং ৪০১ দাগে সর্বমোট ৫২৪.৫৯ একর ভূমিসহ তৎসংলগ্ন অপরাপর সরকারি খাস জমির কথা আবেদনে উল্লেখ করা হয়।

ওই আবেদনের প্রেক্ষিতে বিষয়টি জরুরি ভিত্তিতে তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের জন্য জেলা প্রশাসক মৌলভীবাজারের কার্যালয় থেকে ৩১ মার্চ ২০০২ সহকারী কমিশনার (ভূমি) শ্রীমঙ্গলকে লেখা হয়। যার স্মারক নং রামু/ক-৮/টিলা/বন্দোবস্ত/ ২০০১ (১৭) ২৬৩। জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে পত্র পেয়ে শ্রীমঙ্গলের সহকারী কমিশনার (ভূমি) তড়িঘড়ি করে ৪ এপ্রিল '০২ একটি প্রতিবেদন দাখিল করেন স্কেচ ম্যাপসহ। ওই প্রতিবেদনে সারমা শ্রীমঙ্গলের সহকারী কমিশনার (ভূমি) বদরুন নাহার উল্লেখ করেন, মাইজদিহি ও নারায়ণছড়া টি.ই. মৌজার ৫৮৫.৪৫ একর ভূমি অবৈধ দখলদারদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। ওই ভূমি থেকে অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ করে সরকারের দখল ও নিয়ন্ত্রণে নিয়ে সরকারের বৃহত্তর স্বার্থে বন্দোবস্ত প্রদান করা যেতে পারে। স্মরক নং-২৩৮।

ওই প্রতিবেদনে সহকারী কমিশনার (ভূমি) এক স্থানে উল্লেখ করেছেন ৫৮৫.৪৫ একর ভূমিতে প্রায় ৩০০টি পরিবার জোরপূর্বক দখল করে ঘরবাড়ি নির্মাণ করে বসবাস করছে। এদের সবাই দাঙ্গাবাজ বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। এই প্রতিবেদন দাখিলের পর জেলা প্রশাসকের কার্যালয় (রাজস্ব মুন্সিখানা শাখা) থেকে সচিব ভূমি মন্ত্রণালয় বরাবরে ৫৮৫.৪৫ একর ভূমি শাহজালাল হ্যাচারি অ্যান্ড ফিশারি লিঃ বাহারমর্দ্দন মৌলবীবাজারকে চা বাগান করার জন্য স্থায়ী বন্দোবস্ত প্রদানের জন্য সুপারিশ করে প্রতিবেদন দাখিল করে। যার স্মারক নং-রামু/ক- ৮/অকৃষি টিলা/২০০১-২০০২, তারিখ ১১ এপ্রিল ২০০২।

জেলা প্রশাসক, মৌলভীবাজারের কার্যালয়ের একই শাখা থেকে ১২ জুন ২০০২-এ সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় বরাবরে আরেকটি প্রতিবেদন দাখিল করা হয়, (স্মারক নং-ভূম/না-৮/খাজব/চা/ ৩৬৩-) সূত্রের আলোকে দাখিলকৃত ওই প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, মাইজদিহি মৌজার পার্শ্ববর্তী বালিশিরা পাহাড় মৌজার জমির গড় মূল্য একর প্রতি ৯৫ হাজার ১০৯ টাকা ২৬ পয়সা। এই মৌজাটি ঢাকা-সিলেট বিশ্বরোডের পাশে হওয়ায় জমির মূল্য উচ্চ। কিন্তু মাইজদিহি ও নারায়ণছড়া টি.ই. মৌজার ক্ষেত্রে এই মূল্য প্রযোজ্য নয়। এতে আরো উল্লেখ করা হয়, ভূমি মন্ত্রণালয়ের ১৫-০৮-৮৯ ইং তারিখের ৪২৯ নং স্মারক মতে, চা বাগানের ভূমি লিজ দেয়ার সময় একর প্রতি পাঁচ (৫) টাকা হারে প্রতীক মূল্যে বন্দোবস্ত গ্রহীতার নামে লিজ দেয়ার বিধান রয়েছে। প্রতিবেদনে আরো উল্লেখ করা হয়, প্রাথমিকভাবে প্রস্তাবিত জমির মধ্যে প্রায় ২১২.০০ একর জমি এই মুহূর্তে চা চাষের উপযুক্ত। স্মারক নং- রামু/ক-৮/ অকৃষি/ টিলা/ ২০০২/ ৫২৮, তাং ১২-০৬-০২।

সফিউর রহমানের আবেদনের প্রেক্ষিতে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব মোঃ ফয়জুর রহমান চৌধুরী স্বাক্ষরিত পত্রে চা বাগান সৃজনের নিমিত্তে শাহজালাল হ্যাচারি অ্যান্ড ফিশারি লিঃ-এর অনুকূলে ১০০ একর খাস জমি বন্দোবস্তের বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের ৯-১২-০১ ইং তারিখের প্রজ্ঞাপনে এবং ১৫-৮-৮৯ ইং তারিখের কার্যবিবরণীর আলোকে অনুমোদন দিয়েছে। স্মারক নং-ভূম/শা-৮/খাজব/চা/০৭/২০০১/৮৬৪/(১), তাং ০৯-১২-'০২ ইং।

শাহজালাল হ্যাচারি অ্যান্ড ফিশারি লিঃ অনুকূলে ১০০ একর জমি বরাদ্দের পর ওই জমিতে বসবাসকারীদের উচ্ছেদ করার জন্য তৎপর হয়ে ওঠে প্রশাসন। এমনকি খোদ সাংসদ নাসের রহমান পর্যন্ত মাইজদিহি পাহাড়ে গিয়ে বসবাসকারীদের দ্রুত ভূমি ছেড়ে দেয়ার জন্য হুকুম দিয়ে আসেন বলে ভুক্তভোগী এলাকাবাসী ২০০০-এর কাছে অভিযোগ করেন। এলাকাবাসী জানান, এক পর্যায়ে তারা গত বছরের ৬ মে ঢাকায় সংবাদ সম্মেলন করেন এই জমি বরাদ্দের প্রতিবাদে। বিষয়টি বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে স্থান পায়। কিন্তু তারপরও কাজ না হওয়ায় তারা বাধ্য হয়ে আইনের আশ্রয় নেন। এখন ওই খাস জমি নিয়ে আইনি লড়াই চলায় প্রায় দুই-আড়াই মাস জমি বন্দোবস্ত গ্রহীতারা কাজ স্থগিত রেখেছেন। তবে প্রথম অবস্থায় বেশ কিছু কাজ হয় রাস্তাঘাট নির্মাণসহ।

১০০ একর জমি বন্দোবস্ত পাওয়ার পর সাংসদ নাসের রহমানের সহোদর কায়সার রহমান গত বছরের ২৫ ফেব্রুয়ারি শাহজালাল চা বাগান ঠিকানা : গ্রাম-বাহারমর্দ্দন, উপজেলা ও জেলা মৌলভীবাজারের অনুকূলে মাইজদিহি ও নারায়ণছড়া মৌজার জেএল নং-৫১৩, ৫৩ এবং ৬৯২, ৬৯৩, ৬৯৪, ৭১৩, ৬৭৬, ৬৯৫, ৬৯৬, ৬৯৯, ৭০০, ৭০২, ৭০৪, ৬৮৫, ৪০৬ এবং ৪১০ নং

দাগের ১০০ একর ভূমি শাহাজালাল চা বাগান করার জন্য নতুন করে আবেদন করেন ভূমিমন্ত্রী বরাবরে। (ভূমি মন্ত্রণালয়ের ডাইরি নং- ১৫৮৮ তাং- ২৭-০২-০৩)।

ওই আবেদনের পর ২ মার্চ ২০০৩ জেলা প্রশাসকের কার্যালয় মৌলভীবাজারের (রাজস্ব মুন্সিখানা শাখা) সহকারী কমিশনার ভূমি শ্রীমঙ্গলকে বিষয়টি তদন্তপূর্বক একটি প্রতিবেদন স্কেচ ম্যাপসহ দ্রুত দাখিলের জন্য বলা হয়। স্মারক নং-রামু/সি,এস/ শাহজালাল/ ২০০৩(৩)। এই পত্র পেয়ে সহকারী কমিশনার (ভূমি) শ্রীমঙ্গল ৮ মার্চ ২০০৩ অতি দ্রুত একটি প্রতিবেদন দাখিল করে। স্মারক নং-৩৫।

তবে বর্তমানে আবেদনকৃত এই ১০০ একর ভূমির অবস্থান কি রকম তা অনেক চেষ্টা করেও জানা যায়নি। তবে অনুসন্ধানকালে জানা গেছে, মাইজদিহি পাহাড়ের প্রতিটি পরিবারের মাঝে চরম উচ্ছেদ আতঙ্ক বিরাজ করছে। এমনকি প্রায় দুই মাস আগেও পাহাড়ে বসবাসকারীদের পাহাড় ছেড়ে দেয়ার জন্য হুমকি দেয়া হয় বলে জানায় উচ্ছেদ আতঙ্কে ভোগা শত শত পরিবার।

নূরুজ্জামান কাহিনী

ঠিকাদার নূরুজ্জামান ফেঞ্চুগঞ্জ-রাজনগর-মৌলভীবাজার-জগদীশপুরে চারটি সড়কের কাজ পান। গত বছরের ২৪ অক্টোবর নূরুজ্জামান ঢাকার সেগুনবাগিচাস্থ রিপোর্টার্স ইউনিটি কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে সাংসদ নাসের রহমানের বিরুদ্ধে ২ কোটি টাকার চাঁদাবাজির অভিযোগ করেন। এতে মহা বিরক্ত হন সাংসদ। নাসের রহমানের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার মূল্য দিতে হয় তাকে। নুরুজ্জামানকে জেলও খাটতে হয়েছে, আবার বিএনপি-ছাত্রদলের নির্যাতনও সহ্য করতে হয়েছে।

পুলিশ সিলেট শহরের মীরাবাজার এলাকার নিজ বাসা থেকে ১৭ নবেম্বর রাতে নূরুজ্জামানকে গ্রেপ্তার করে শ্রীমঙ্গল থানায় নিয়ে আসে। নূরুজ্জামানের পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, হাইকোর্ট থেকে তারা আগাম জামিন নিয়েছিলেন। তখন পুলিশ দাবি করে, ২৯ অক্টোবর ও ২ নবেম্বর মনোয়ার হোসেন ও সাহেদুর রহমান নামের দুই ব্যক্তির দায়ের করা মামলায় তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এদিকে নূরুজ্জামানকে গ্রেপ্তারের পর তাকে ২ দিনের রিমান্ডে নেয় শ্রীমঙ্গল থানা এবং একই থানায় তার বিরুদ্ধে দ্রুত বিচার আইনে একটি মামলা হয়। রিমান্ডে থাকাবস্থায় অসুস্থ হয়ে পড়লে ২০ নবেম্বর রাতে তাকে সিলেট ওসমানী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ওই সময় নূরুজ্জামান সাংবাদিকদের জানান, পুলিশ ও স্থানীয় দু'জন বিএনপি নেতা থানা হাজতে ঢুকে তাকে দফায় দফায় নির্যাতন করেছে। অবশ্য পুলিশ এ অভিযোগ গতানুগতিক নিয়মেই অস্বীকার করেছে।

নূরুজ্জামান সাংসদ নাসেরের বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন করলে তিনি তার প্রতিবাদ পাঠান এবং তাতে উল্লেখ করেন তিনি নূরুজ্জামানকে চেনেন না। চাঁদা চাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না।

অতি সম্প্রতি ঠিকাদার নূরুজ্জামান সাংসদ কর্তৃক বন্ধ করে দেয়া কাজ হাইকোর্টের নির্দেশে ফেরত পেয়েছেন। কিন্তু তিনি বাস্তবে আদৌ কাজ পেয়েছেন কি না তা অনেক চেষ্টা করেও জানা যায়নি।

গত বছরের ২৬ ফেব্রুয়ারি ছিল মৌলভীবাজার সদর উপজেলার মোস্তফাপুর ইউনিয়নের নির্বাচন। নির্বাচনে প্রার্থী ছিলেন বিএনপি সমর্থক শাহেদ আহমদ ও অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমানের চাচাতো ভাই রফিকুল ইসলাম (মানি মিয়া)। জানা যায়, ওই ইউনিয়নের নির্বাচনের দিন শাহেদ সমর্থকরা ভোটগ্রহণের পর পরাজয় হচ্ছে এমনটা ভেবে জগন্নাথপুর গ্রাম থেকে মিছিল বের করে সদর উপজেলার নির্বাহী অফিসারের অফিস ঘেরাও করে। এক পর্যায়ে তারা রাতে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ঘেরাও করে এবং সাংসদ নাসেরের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে থাকে। তাদের অভিযোগ ছিল, সাংসদ তার চাচার পক্ষ নিয়ে প্রশাসনে প্রভাব খাটিয়েছেন। এ সময় বিক্ষোভকারীরা জেলা প্রশাসনের কার্যালয় ভাঙচুর করে। এ ঘটনায় ৮০০ জনকে আসামি করে থানায় মামলা হয়।

জানা গেছে, দায়েরকৃত পৃথক দুটি মামলার মধ্যে এনডিসি বাদী মামলার রায় হয়েছে সম্প্রতি। দ্রুত বিচার আইনের ওই মামলায় চেয়ারম্যান শাহেদসহ ৫ জনের দু'বছর করে কারাদন্ড হয়েছে।

সাংসদ নাসের রহমান ইউপি নির্বাচনে যেমন বিতর্কিত হয়েছেন, তেমনি গত পৌরসভা নির্বাচনেও তার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। গত এপ্রিলে অনুষ্ঠিত মৌলভীবাজার পৌরসভার নির্বাচনে সাংসদ নাসের সরাসরি হস্তক্ষেপ করেন দলীয় প্রার্থী ও জেলা বিএনপির সম্পাদক ফয়জুল করিম ময়ুনের পক্ষে। এই অভিযোগে নির্বাচনে অংশ নেয়া অন্য ৫ প্রার্থী নির্বাচনের দিন বেলা ১১টা থেকেই নির্বাচন বয়কট করেন।

পরাজিত প্রার্থীদের অভিযোগ, ছাত্রদল-যুবদলের নেতা-কর্মীরা ব্যাপক জাল ভোট দেয়। পরাজিত প্রার্থীরা নির্বাচনী ফলাফলের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে রিট করেছেন বলে জানালেন জেলা আওয়ামী লীগের এক নেতা।

সাংসদ শাহীনের সঙ্গে দ্বন্দ্ব

সাম্প্রতিক সময়ে বৃহত্তর সিলেটের রাজপুত্র মন্ত্রীপুত্র সাংসদ নাসের রহমান ব্যাপকভাবে আলোচনায় এসেছেন মৌলভীবাজার-২ (কুলাউড়া) আসনের স্বতন্ত্র সাংসদ এম এম শাহীনের সঙ্গে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে। এই দুই সাংসদের বিরোধ এখন তুঙ্গে। অথচ কিছুকাল আগেও দুই সাংসদের সম্পর্ক ছিল দুধে-ভাতে। এক কথায় মধুর।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, কুলাউড়ার স্বতন্ত্র সাংসদ এম এম শাহীন ছিলেন মূলত বিএনপি নেতা। দীর্ঘদিন প্রবাসে কাটানো শাহীন বিএনপি সরকারের আমলে আমেরিকা থেকে দেশে ফিরে বিএনপি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন। '৯৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে ভোটারবিহীন নির্বাচনে বিএনপির সাংসদ নির্বাচিত হন তিনি। তারপর '৯৬-এর ১২ জুনের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী সুলতান মোহাম্মদ মনসুরের কাছে পরাজিত হন। কিন্তু হাল ছাড়েননি। শাহীন কুলাউড়ার আনাচে-কানাচে বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনকে মজবুত করতে থাকেন। এক পর্যায়ে কুলাউড়ায় বিএনপির একটি শক্তিশালী অবস্থান তৈরি হয়। কিন্তু গোল বাধে গত ২০০১ সালের নির্বাচনে। ওই নির্বাচনে বিএনপি-জামায়াত জোট হলে দলীয় মনোনয়ন লাভে ব্যর্থ হন শাহীন। অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমান সিলেট সদরে প্রার্থী হলে জামায়াতে ইসলামী কুলাউড়া আসনটি দাবি করলে বিএনপি তাদের দিতে বাধ্য হয়। তখন সাংসদ শাহীন স্বতন্ত্র প্রার্থী হন এবং নির্বাচনে জয়ী হন। আর এখান থেকেই মূলত শাহীনের সঙ্গে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়।

শাহীন স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য হলেও অধিকাংশ নেতা-কর্মী রয়ে গেছেন শাহীনের সঙ্গে। শাহীন সমর্থক কুলাউড়া উপজেলা বিএনপির সভাপতি গিয়াস উদ্দিন ২০০০কে জানান, গত সাধারণ নির্বাচনের পর ২০০২ সালের ১৬ জুন জেলা বিএনপি গিয়াস উদ্দিনকে সভাপতি ও বদরুজ্জামান সজলকে সম্পাদক করে কুলাউড়া উপজেলা বিএনপির কমিটি করা হয়। পরবর্তীতে গত বছরের ১০ আগস্ট ওই কমিটি ভেঙে দিয়ে গিয়াস উদ্দিনকে আহ্বায়ক ও আবদুল হান্নানকে যুগ্ম আহ্বায়ক করে একটি আহ্বায়ক কমিটি করে জেলা কমিটি। যাতে সাংসদ নাসেরের স্বাক্ষর ছিল। কিন্তু এই কমিটি বেশি দিন টেকেনি। সাংসদ নাসের রহমানের নির্দেশে ১ সেপ্টেম্বর এই কমিটি ভেঙে দিয়ে সাবেক সচিব এইচ এম মোফাজ্জল করিমকে আহ্বায়ক ও আব্দুল হান্নানকে যুগ্ম আহ্বায়ক করে সংশোধিত কমিটি গঠন করা হয়। এ সময় গিয়াস উদ্দিন ও বদরুজ্জামান সজলসহ ৭ জনকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়। এর ফলে আব্দুল হান্নানকে সভাপতি ও জয়নাল আবেদীন বাচ্চুকে সম্পাদক করে জেলা বিএনপি একটি কমিটি করে দেয় কুলাউড়ায়।

সাপ্তাহিক ২০০০-এর কাছে কুলাউড়া বিএনপির একাধিক নেতা ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাংসদ দলীয় গঠনতন্ত্রের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে দুই মাসের মধ্যে ৩ বার কমিটি ভেঙে দিয়ে পুনর্গঠন করেছেন। তারা বলেন, সাংসদ শাহীনের সঙ্গে দ্বন্দ্বের কারণে নাসের ক্ষমতার অপব্যবহার করে কুলাউড়ায় দলকে পথে বসিয়েছেন। তারা মনে করেন, সাংসদ শাহীন ছাড়া কোনো মতেই কুলাউড়ায় বিএনপি টিকিয়ে রাখা যাবে না।

সাংসদ শাহীনের সঙ্গে নাসের রহমানের দ্বন্দ্ব ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে মূলত গত বছর নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত ঠিকানা পত্রিকায় নাসের রহমান ও তার বাবা অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমান সম্পর্কে অনিয়মের সংবাদ পরিবেশন হওয়ায়। নাসের রহমান এজন্য শাহীনকে দায়ী করেন। যার ফলে শাহীনের বিএনপিতে ফেরার পথ বন্ধ হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, কুলাউড়ায় অনুসন্ধানকালে স্থানীয় অসংখ্য লোক ২০০০-এর কাছে অভিযোগ করে বলেন, সাংসদ নাসের রহমান অন্যায় হস্তক্ষেপ করে কুলাউড়ায় প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকার প্রকল্পের কাজ বন্ধ করে দিয়েছেন। বর্তমান সরকারের আমলে কুলাউড়ায় উন্নয়ন কর্মকান্ড একেবারে থমকে গেছে, এজন্য শাহীন সমর্থকরা সরাসরি নাসের রহমানকে দায়ী করেন।

এসব ছাড়াও সাম্প্রতিক সময়ে এই দুই সাংসদ আবারও বাগ্‌যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। গত জুলাই মাসে সাংসদ শাহীন জাতীয় সংসদে নাসের রহমানকে বাই ইলেকশনের বাই প্রোডাক্ট এমপি বললে নাসের রহমান পাল্টা আক্রমণ করেন শাহীনকে। নাসের রহমান শাহীনের শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। এ ঘটনায় স্থানীয় রাজনীতিও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। কুলাউড়ায় ১০ জুলাই শাহীন ও নাসেরের অনুসারীরা পাল্টাপাল্টি প্রতিবাদ সভা করলে নাসের সমর্থকরা শাহীনের মঞ্চ দখল করে নেয় এবং তার ওপর হামলা চালায়।

বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন অথচ এখন সাংসদ নাসের রহমানের রূঢ় আচরণের কারণে দলের অনেক নেতাকর্মী রাজনীতি থেকে নিষ্ক্রিয় রয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এই মুহূর্তে সাধারণ নেতা-কর্মী ও সাধারণ জনগণ এর প্রতিবাদ করতে না পারলে আগামী নির্বাচনে ভোটের মাধ্যমে ঠিকই তার জবাব হয়তো পাওয়া যাবে।

‘এমন কি গরজ পড়ে গেছে জনপ্রতিনিধি হয়েছে বলে শাহীনকে দিয়ে উন্নয়নের কাজ করাতে হবে’

নাসের রহমান

সংসদ সদস্য, মৌলভীবাজার-৩

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **সাইফুল হাসান**

সাপ্তাহিক ২০০০ : আপনি মৌলভীবাজার বিএনপি’র সভাপতি হবার পর বিভিন্ন থানার কমিটিগুলো বারবার ভেঙে দিয়েছেন বলে অভিযোগ আছে। কেন?

নাসের রহমান : একটা ছাড়া। কুলাউড়া থানা কমিটি একবার ভেঙে দিয়েছি। এর কারণ জানতে হলে একটু পেছন দিকে যেতে হয়। ২০০১-এর নির্বাচনে কুলাউড়া আসনটি জোট প্রার্থী হিসেবে জামায়াতে ইসলামীকে দেয়া হয়। সেখানে আমাদের বিএনপির প্রার্থী ছিলেন এম এম শাহীন। তাকে বসে যেতে বলা হয়েছিলো দল থেকে। এজন্য তাকে উপমন্ত্রী করার আশ্বাস দেয়া হয়েছিলো। আপনারা জানেন, আমিনী সাহেবকে জায়গা দিতে গিয়ে অ্যাডভোকেট আব্দুস সাত্তারকে বসে যেতে হয়েছিলো, তাকে প্রতিমন্ত্রী করা হয়েছে। আবুল হাশেমকে জায়গা দিতে গিয়ে বরকতউল্লাহ বুলুর মতো প্রমিন্যান্ট একজনকে সরে যেতে হয়েছে। সে রকম তাকেও বলা হয়েছিলো। কিন্তু সেগুলো তিনি মানেননি। তিনি বিদ্রোহী প্রার্থী হওয়ায় দল থেকে বহিষ্কার করা হয়। সেখানে একটা আহ্বায়ক কমিটি করে দেয়া হয়। এটা ২০০১ সালে। তখন আমি দলে কিছুই ছিলাম না। ২০০২ সালের মার্চে আমি সভাপতি হই। তখন থেকেই স্বতন্ত্র প্রার্থী এম এম শাহীন সারাক্ষণ আমার পাশে ঘোরাঘুরি করতে থাকে। প্রথমে তাকে দলে নেয়া এবং আগের কমিটি পুনর্বহাল করার জন্য বলে। দলে নেয়া তো আমার ব্যাপার নয়। এটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেখবেন।

কমিটির ব্যাপারে আমি তার প্রতি সহনুভূতিশীল হয়ে জুন কি জুলাই মাসে শাহীন সাহেবের মনোনীত লোকদের দিয়ে কমিটি করে দেই। নির্বাচনে যারা জোটের সঙ্গে ছিলো তাদের সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে। এতে উনি খুব খুশি হন। যা হোক, গত বছর এপ্রিলে আমার কাছে একটা চিঠি আসে। নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত ঠিকানা পত্রিকায় প্রকাশিত তিনটি সংখ্যার তিনটি হেডলাইনের ফটোকপি আসে। হেডলাইনগুলো সরকারবিরোধী, দুটি মাননীয় অর্থমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আবোল-তাবোল, বানোয়াট ফালতু লেখা। শাহীন সাহেব ঠিকানার প্রকাশক, প্রতিষ্ঠাতা এবং সম্পাদকমন্ডলীর চেয়ারম্যান। তার ভাই হলো সম্পাদক। আমি তাকে বললাম, এগুলো কি ধরনের হেডলাইন আপনার পত্রিকায়? মাননীয় অর্থমন্ত্রী ও সরকারবিরোধী লেখালেখি আপনার পত্রিকায়, আমি আপনার পজিশন জানতে চাই। সে তখন বললো ভাইকে নিয়ন্ত্রণ করতে

পারছি না। তাকে বললাম ঠিকানার সবই আপনি। সরকারি দলে আসতে চান আর নিউইয়র্ক থেকে সরকারবিরোধী কথা লিখছেন এটা কি ধরনের ভন্ডামি! তখন তাকে বললাম, আপনি প্রতিবাদ দেন পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের সঙ্গে আপনার সম্পৃক্ততা নাই এবং পত্রিকার বক্তব্যের সঙ্গে একমত নন। সে প্রতিবাদ দেয়া তো দূরে থাক, তার এক কি দু'সপ্তাহ পরে তার পত্রিকায় জনাব সাইফুর রহমানকে জয়নাল হাজারীর মতো গডফাদারের সঙ্গে তুলনা করে নিউজ করলো। তখন বৃহত্তর সিলেটের সব এমপি তাকে ধরলো এবং আমি তাকে কিছু সময় দিলাম । হয় পত্রিকার বক্তব্য উইথড্র করো, না হলে তোমার কমিটি আমি রাখবো না। বেসিক্যালি ওর ব্রেন বলতে কিছু নেই। বদমায়েশী বুদ্ধি ছাড়া ভালো বুদ্ধি ওর মাথায় নেই। তো শাহীন সাহেব ওটা করেনি, স্বভাবতই তার লোকদের দিয়ে করা কমিটি আমি ভেঙে দিয়েছি। ভেঙে দেয়ার পরও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বজায় রাখার জন্য ৩১ সদস্যের আহ্বায়ক কমিটির ১৫ জনকে তার পক্ষের বাকি ১৫ জনকে অরিজিনাল বিএনপি'র। একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি যিনি কেনো পক্ষের নয়, তাকে আহ্বায়ক করে কমিটি করা হয়। শাহীন এটা মানলেন না, প্রতিবাদ করলেন। আহ্বায়ক কমিটি থেকে তার পক্ষের ১৫ জন পতদ্যাগ করলো। পাবলিক মিটিং করে তারা পদত্যাগ করলো এবং আমাকে কিছু গালিগালাজ করলো। ওরা পদত্যাগ করায় আবার নতুন আহ্বায়ক কমিটি করে দেই। আমি কিন্তু তাদের সুযোগ দিয়েছিলাম। যা হোক, পরে ৮১ সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ কমিটি করি। তারা সংগঠন ভালোই চালাচ্ছে। কুলাউড়া ছাড়া আর কোথাও কমিটি ভাঙা হয়নি।

২০০০ : নিয়ম অনুযায়ী পত্রিকায় অন্যায় কিছু লেখা হলে প্রতিবাদ পাঠাবেন। প্রতিবাদ না ছাপালে আদালতের আশ্রয় নিতে পারবেন। তো ঠিকানায় কি প্রতিবাদ পাঠিয়েছিলেন?

নাসের রহমান : ঠিকানা বেসিক্যালি শাহীনের মাউথপিস। ওটাকে আমি পত্রিকা মনে করি না। প্রতিবাদ পাঠিয়ে ঐ পত্রিকাকে গুরুত্ব দিতে চাইনি। আমার মতো মানুষের মনে হয় না ঐ পত্রিকায় প্রতিবাদ পাঠিয়ে ঠিকানাকে গুরুত্ব দেয়া উচিত। আপনি কোট করতে পারেন ঠিকানাকে আমি পত্রিকা হিসেবে বিবেচনা করি না। অতএব, ওখানে প্রতিবাদ দেয়ার কোনো প্রয়োজনবোধ করিনি। আর কি কাগজে লেখে তা তো আমি জানি না। আমেরিকা থেকে কেউ পাঠালে জানতে পারি।

২০০০ : আপনার এলাকার এক জনসভায় আপনি বলেছেন অষ্টম শ্রেণী পাস শাহীনের সঙ্গে রাজনীতি করতে এসে আপনার স্ট্যাটাস কমে গেছে। তো স্ট্যাটাস কমে যাবার ব্যাখ্যা কি?

নাসের রহমান : ওর (শাহীন) ব্যাকগ্রাউন্ড কি? সেই ব্যাকগ্রাউন্ডটা একটু আপনারা বের করেন, তাহলে বুঝতে পারবেন তার বাবা কে ছিলেন। আমি বলতে চাই না। নিশ্চয়ই সে আমার স্ট্যাটাসের নয়। আমি কোন ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসেছি এটা সবাই জানে। আমাদের সমাজে বিভিন্ন স্ট্যাটাসের লোক তো আছেই। নিজেকে আমি সুপিরিয়র স্ট্যাটাসের মনে করতে চাই না, কিন্তু সে আমার স্ট্যাটাসের লোক নয়। এটা দ্বারা বোঝাতে চেয়েছি, এরকম লোকের সঙ্গে রাজনীতি করতে গিয়ে আমার স্ট্যাটাস নেমে গেছে। এতে আমি শাহীনের কথাই বোঝাতে চেয়েছি।

'ঠিকানা বেসিক্যালি শাহীনের মাউথপিস। ওটাকে আমি পত্রিকা মনে করি না। প্রতিবাদ পাঠিয়ে ঐ পত্রিকাকে গুরুত্ব দিতে চাইনি। আমার মতো মানুষের মনে হয় না ঐ পত্রিকায় প্রতিবাদ পাঠিয়ে ঠিকানাকে গুরুত্ব দেয়া উচিত'

অন্য কাউকে মিন করিনি।

২০০০ : দলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গিয়েও তিনি ব্যাপক ভোটে জয়লাভ করেছেন। একজন পাবলিক প্রতিনিধিকে এটা বলার মাধ্যমে তাকে এবং ভোটারদের অপমান করলেন না?

নাসের রহমান : না, না, না। মোটেই না। আমি এখনও কুলাউড়া গেলে সেখানকার লোক আমার কাছে আসে। প্রত্যেকেই তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। প্রত্যেক ইউনিয়ন থেকে। আজকে যদি কুলাউড়াতে নির্বাচন হয় আমার মনে হয় তার জামানত বাজেয়াপ্ত হবে। যারা তাকে ভোট দিয়েছে তারা অনুতপ্ত। অনেকেই এসেছে আমার কাছে। তাকে জনগণ ভালোবেসে ভোট দিয়েছে ব্যাপারটা এমন নয়। সে পেয়েছে নেগেটিভ ভোট। জোট কুলাউড়াতে ওকে বাদ দিয়ে অন্য যে কাউকে নমিনেশন দিলেও জিততো। কিন্তু জামায়াতের প্রার্থী দেয়ায় জনগণ খুব চেতে গিয়েছিলো। সে জামায়াতবিরোধী বিএনপি'র ভোট পেয়েছে। এখানে জনগণকে অপমান করার কিছু নেই। আমি ঐ কথাটা শুধু শাহীনকে উদ্দেশ্য করে বলেছি। এখানে আরেকটা কথা বলতে চাই, সে সংসদে মিথ্যা তথ্য দিয়েছে। আমরা যদি রিয়েল ডেমোক্রেটিক সরকার হতাম তাহলে তার সংসদ সদস্য পদ হারাতে হতো। লেখাপড়া ছাড়াই আপনি প্রার্থী হতে পারেন। সাংবিধানিক বাধা নেই পাকিস্তানের মতো। সংসদে প্রত্যেক সদস্যের বায়োডাটা জমা দিতে হয়, সেখানে সবাইকে সত্য কথা বলতে হয়। বায়োডাটাতে সে লিখেছে তিতুমীর কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক আর ফ্রাঙ্কফুর্ট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কম্পিউটার সায়েন্সে থেকে স্নাতক করেছে। কিন্তু তিতুমীর কলেজ থেকে আমাকে জানিয়েছে সে ওখান থেকে পাস করেনি। ফ্রাঙ্কফুর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ও কনফার্ম করেছে ঐ নামে তাদের কোনো ছাত্র ছিল না।

২০০০ : অভিযোগ আছে, মৌলভীবাজারের এক জনসভায় আপনি বলেছেন সিলেটের রাজনীতিতে সাইফুর রহমানই শেষ কথা। এখানে তারেক জিয়া বা খালেদা জিয়া কোনো ব্যাপার নয়। এর ব্যাখ্যা কি?

নাসের রহমান : এটার ব্যাখ্যা কিছু না, এটাকে শাহীন বিকৃত করেছে। এখানে একটা মজার ব্যাপার আছে, কয়েকটা তারিখ বলবো লক্ষ্য করবেন। এই ব্যাপার নিয়ে ৮ জুলাই শাহীন আমার বিরুদ্ধে সংসদে স্টেটম্যান্ট দেন। গত কুরবাণীর ঈদ হয়েছে ৫ ফেব্রুয়ারি। ৬ ফেব্রুয়ারি কুলাউড়া কমিটি ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে আমাকে দাওয়াত দেয়। আমি সেখানে যাই। কুলাউড়ার সভাপতি প্রফেসর হান্নান। সে ঠান্ডা প্রকৃতির লোক। তার থেকে ভালো কাউকে খুঁজে না পাওয়ায় তাকে সভাপতি করা হয়েছিলো। কিন্তু তিনি নরম প্রকৃতির। শাহীন অভিযোগ করেছে, ডান্ডা মেরে ঠান্ডা করার আগে এটার উত্তর দেই। আমি বক্তব্যে বলেছি যে, কুলাউড়াতে রাজনীতি করতে হলে হান্নান সাহেবের মতো ঠান্ডা লোক দিয়ে চলবে না। একটু ডান্ডাবাজ হতে হবে। প্রতিপক্ষকে সামাল দিতে হলে একটু ডান্ডাবাজ না হলে পারবেন না। কোনো অবস্থাতেই শাহীন সাহেবকে ডান্ডা মেরে ঠান্ডা করার কথা বলিনি। হান্নান সাহেবকে মিন করে বলেছি। বক্তৃতা করার সময় সামনে থেকে একজন বললো, শাহীন বলে বেড়াচ্ছে তার আর সাইফুর রহমান ও নাসের রহমানের দরকার নেই। সে খালেদা জিয়া ও তারেক জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপিতে যোগ দেবে। তখন আমি বললাম, ম্যাডাম খালেদা জিয়া ও তারেক জিয়ার সিলেটের রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় নাই। উনারা জাতীয় রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত। যতদিন সাইফুর রহমান সাহেব আছেন ততদিন উনাদের এই দিকে নজর

দেবার দরকার নেই। সাইফুর রহমানকে বাদ দিয়ে বা বাইপাস করে কেউ সিলেটের বিএনপিতে ঢুকবে বা রাজনীতি করার চেষ্টা করবে এটা পাগলের প্রলাপ ছাড়া আর কিছু নয়। এটাকে সে বিকৃত করে বলেছে, খালেদা জিয়া, তারেক জিয়া সিলেটের রাজনীতিতে কোনো ব্যাপার নয়। সিলেটে সাইফুর রহমানকে বাইপাস করার কথা আগেও বলেছি। আবার বলছি, তাকে বাদ দিয়ে সিলেটে বিএনপির রাজনীতি অচিন্তনীয়। তাহলে তো রাজনীতি করার দরকার নেই সাইফুর রহমানের। সাইফুর রহমানকে বাদ দিয়ে মৌলভীবাজারে রাজনীতি করবে শাহীনের মতো লোক, হায় আল্লাহ! হ্যাঁ, যদি এমন হতো, আব্দুস সামাদ আজাদ বা সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত বিএনপিতে যোগ দেবে সেটা হতো বিশাল ব্যাপার। তাই না? কিন্তু শাহীনের মতো কোনো ছুচকা বিএনপিতে এসে ঢুকবে সাইফুর রহমানকে বাইপাস করে। এত বড় ঔদ্ধত্য তার এলো কোথা থেকে? এই বক্তব্য আমি দিয়েছি ৬ ফেব্রুয়ারি মৌলভীবাজারে। আর সে ৫ মাস পর ৮ জুলাই অভিযোগ করলো। ৬/৭ জুলাই এই বক্তব্য দিলে সে অভিযোগ করতে পারতো। আমরা মিটিং করছিলাম, বাইরের মাইক থেকে সে টেপ করে। দলের চেয়ারপার্সন ও তারেক জিয়া সম্পর্কে যদি এ কথা বলেই থাকতাম তাহলে সে তখন কেন বললো না? সে তো সারাক্ষণ আমার পেছনে লেগেই আছে। সে ফেব্রুয়ারি মাসে বললো না কেন? আপনারা বুদ্ধিমান মানুষ, আমরাও কিছু লেখাপড়া করেছি। তা না হলে এতদূর আসলাম কি করে? কথা হলো তাকে দিয়ে বলানো হয়েছে।

২০০০ : কে বলিয়েছে? সে কি আপনার দলের না বাইরের?

নাসের রহমান : এখন কার বেশি লাভ সেটা দেখেন। আমার বিরুদ্ধে কথা বলিয়ে কার বেশি লাভ সেটা আমি পরে প্রকাশ করবো। তাকে দিয়ে কে বলিয়েছে সেটা আমি জানি।

২০০০ : তাহলে নাম বলছেন না কেন?

নাসের রহমান : না না, নাম আমি এখন বলবো না। এটা ঠিকাদার নুরুজ্জামান থেকে শুরু হয়েছে। শত্রুর শত্রু আমার বন্ধু বলে একটা কথা আছে। বিরোধী দলের উপাধ্যক্ষ আব্দুস শহীদের সঙ্গে আঁতাত হয়েছে। শহীদ সাহেব পরে মাদারীপুরে এমপি শাহজাহান চৌধুরীকে দিয়ে বাজেট বক্তৃতায় আমার বিরুদ্ধে বলিয়েছেন। তার এলাকা সম্পর্কে না বলে আমার বিরুদ্ধে বলেছে। তাকে আমি চিনিও না। শাহীন-শহীদ সাহেবরা পার্লামেন্টে আমার বিরুদ্ধে বলিয়েছে, কারণ এটা তাদের রাজনৈতিক গেমের অংশ।

২০০০ : আপনার এলাকা মৌলভীবাজার। তো সিলেটের একজন বিএনপি নেতা অভিযোগ করেছেন বৃহত্তর সিলেটে যত অন্যায়-অত্যাচার হয় তার গডফাদার আপনি।

নাসের রহমান : কে সে। কি নাম তার। কয়েক দিনের মধ্যেই ইতিহাস হয়ে যাবে, বিএনপির রাজনীতি থেকে ইতিহাস হয়ে যাবে। আমি আগে বের করি সে কিসের নেতা। আমি তো সিলেটের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত নই, তবে আমাকে কেন দোষারোপ করতে যাবে। ওঁ যে লোক আমাকে বিতর্কে টানতে চাচ্ছে, তারই অনুসারী হবে বলে ধারণা। এ ধরনের অভিযোগও প্রথম শুনলাম।

২০০০ : গডফাদারের ব্যাখ্যা কি?

নাসের রহমান : এর আর কি ব্যাখ্যা দেবো? এই যে ব্যাখ্যা দিয়ে দিলাম। যে লোক ঠিকাদার নুরুজ্জামান, শাহজাহান চৌধুরী, শাহীনকে দিয়ে আমার বিরুদ্ধে বলাচ্ছে তারই অনুসারী হবে।

২০০০ : ঠিকাদার প্রসঙ্গ যখন এলোই, তখন আরেকটি অভিযোগের কথা বলতে চাই। শোনা যায় মৌলভীবাজারকেন্দ্রিক সব উন্নয়নমূলক কাজের ঠিকাদার আপনার লোক ছাড়া অন্য কেউ পায় না। অভিযোগটা কতটুকু সত্য?

নাসের রহমান : কমপ্লিট বাজে কথা। যে রাস্তার কাজই ঠিকাদার পেয়েছিলো, সেই কাজ পেয়েছে আজ ঢাকার দুই ঠিকাদার। তাদের আমি চিনি না। বাজে কথা।

২০০০ : শাহীন সাহেব একজন সাংসদ। সরকার থেকে তার এলাকার জন্য নির্দিষ্ট একটা বরাদ্দ থাকার কথা। অভিযোগ হচ্ছে, আপনি অর্থমন্ত্রীর ছেলে হিসেবে প্রশাসনে প্রভাব খাটিয়ে তার বরাদ্দ আটকে দিচ্ছেন। ফলে সাংসদ শাহীনের এলাকার জনগণ উন্নয়ন বরাদ্দ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অভিযোগটা কিভাবে দেখেন?

নাসের রহমান : শোনেন, ভবিষ্যতে আমাদের নির্বাচন করতে হবে। কুলাউড়া থেকে আমাদের পার্থী দিতে হবে। নির্বাচনের সময় ঠিক হবে কে প্রার্থী হবে। এলাকার উন্নয়নের ব্যাপারে শাহীন যেহেতু স্বতন্ত্র প্রার্থী, আমাদের দলের কেউ নয়। এজন্য ঐ এলাকার উন্নয়নের ব্যাপারটা মাঝে মাঝে আমাকে দেখতে হয়। এখন তফাতটা হচ্ছে ও (শাহীন) কিছু করতে পারছে না, ঐগুলো আমি বরাদ্দ দিই। যেমন কাবিখা, টিআরই যেগুলো আসে কুলাউড়ার জন্য, সেগুলো আমরা যারা বিএনপি নেতা আছে তাদের মধ্য দিয়ে বরাদ্দ দিই। পার্থক্যটা হচ্ছে, বরাদ্দটা তার হাত দিয়ে যাচ্ছে না। এলাকার জনগণ উন্নয়ন বরাদ্দ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে কথাটা ঠিক না।

২০০০ : উনি তো নির্বাচিত প্রতিনিধি...

নাসের রহমান : নির্বাচিত প্রতিনিধি আওয়ামী লীগেরও আছে। শ্রীমঙ্গলে কিছুই নেই উন্নয়ন। ওখানে তো কোনো কিছুই দেয়া হয় না।

২০০০ : সরকার আর পার্টি তো দুই জিনিস। সরকারের কাছে তো সব এলাকার জনগণই সমান।

নাসের রহমান : না। রেওয়াজ যেভাবে চলে আসছে। আওয়ামী লীগ যখন ক্ষমতায় ছিলো তখন আমার বাবা ঐ এলাকার নির্বাচিত এমপি। নিয়ম অনুযায়ী উনার এলাকায় গম এমপিকে দিয়ে দেয়ার কথা, কিন্তু দেয়া হয়নি। ৫ বছর উনি এমপি ছিলেন, আওয়ামী লীগের সময় এক টাকার রাস্তার কাজ করেনি। যতটুকু করেছে আওয়ামী লীগের মহিলা এমপিকে দিয়ে করিয়েছে। না হলে জেলা প্রেসিডেন্টের মাধ্যমে করিয়েছে। সাইফুর রহমানের মতো এমপি তখন কোথায় গিয়েছিলো? শাহীন কোন ছার? সাইফুর রহমান হলো বিএনপির টপনেতা এবং এমপি। আওয়ামী লীগের সময় সরকার তাকে দিয়ে এক টাকার কাজ করায়নি। তাহলে আমার এমনকি গরজ পড়ে গেছে জনপ্রতিনিধি হয়েছে বলে শাহীনকে দিয়ে উন্নয়নের কাজ করাতে হবে। কেন? কে সে?

> 'সাইফুর রহমানকে বাদ দিয়ে বা বাইপাস করে কেউ সিলেটের বিএনপিতে ঢুকবে বা রাজনীতি করার চেষ্টা করবে এটা পাগলের প্রলাপ ছাড়া আর কিছু নয়। এটাকে সে বিকৃত করে বলেছে, খালেদা জিয়া, তারেক জিয়া সিলেটের রাজনীতিতে কোনো ব্যাপার নয়'

২০০০ : আপনাদের পরিবার থেকে চা বাগানের জন্য কোনো জমি লিজ নিয়েছেন?

নাসের রহমান : আমার ছোট ভাই শফিউর রহমান শ্রীমঙ্গলে খাস জমির জন্য আবেদন করেছিলো, অন্য সবাই যেমন করে। ১০০ একর টিলা জমি চা বাগানের জন্য। ওটাকে রাজনীতিকরণ করেছে জনাব শহীদ সাহেব। অবৈধভাবে কিছু লোক ওখানে বসবাস করছিলো। তাদের সরে যেতে বলা হয়েছিলো। তাদের পুনর্বাসনের প্রক্রিয়াও চলছিলো। তাদের কিন্তু তুলে দেয়ার কথা বলা হয়নি। অন্য জায়গায় সরিয়ে নেয়ার কথা হয়েছিলো। আমি এ বিষয়ে কিছু জানতামই না। ছোট ভাই

নিজেই আবেদন করেছিলো।

২০০০ : উনি কি বরাদ্দ পেয়েছেন?

নাসের রহমান : না। পরে ঐ জমি সে নেইনি। কারণ শহীদ সাহেব ঐসব লোকদের ঢাকায় এনে প্রেস কনফারেন্স করে রাজনীতিকরণের চেষ্টা করলো, এজন্য সে জমি নেয়নি। ওটা ঐ অবস্থায়ই আছে। এখন আপনি যদি চান সরকার আপনাকে বরাদ্দ দিয়ে দেবে। একজন নাগরিক হিসেবে তো সে আবেদন করতেই পারে। তাও আমার নির্বাচনী এলাকায় নয়। অন্য এলাকায়।

২০০০ : আপনার বাবা বাংলাদেশের রাজনীতিতে অসম্ভব ক্ষমতাবান মানুষ। তার সন্তান হিসেবে আপনিও এই ক্ষমতার অংশীদার। আপনাকে বলা হচ্ছে সিলেটের যুবরাজ। যেসব অভিযোগ আপনার বিরুদ্ধে এসেছে, এটাকে মোকাবিলা করবেন পুলিশ, মাস্তান না রাজনীতি দিয়ে। আর সিলেটের 'যুবরাজ' এই শব্দটিকে কিভাবে দেখেন?

নাসের রহমান : অবশ্যই রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করবো। পুলিশ তো নয়ই, আমার তো কোনো মাস্তান নেই, মাস্তানদের সঙ্গে যোগাযোগও নেই। আমি বৃহত্তর সিলেটের কোনো রাজনীতির মধ্যে নেই। 'যুবরাজ' এগুলো শাহীনের কথাবার্তা। যুবরাজ আমাকে কেন বলছেন, তাহলে তো তারেক সাহেবও যুবরাজ। আমি কোনো যুবরাজ আসতে গেলাম। তারেক রহমান সাহেব পুরো দেশের জাতীয় নেতা। আমি এক মৌলভীবাজারের মতো ছোট জেলা দেখি মাত্র। আমি কেন যুবরাজ হতে যাবো? আমি সাইফুর রহমানের ছেলে সত্য। সাইফুর রহমান তো ইনস্টিটিউশন। আমি সেই ইনস্টিটিউশনের একটা অংশ মাত্র। আমি কোনো যুবরাজ না। প্লিজ এরকম শব্দ ব্যবহার করবেন না! জেলা বিএনপির সভাপতি হলেও নিজের নির্বাচনী এলাকা নিয়ে যথেষ্ট খুশি। আর রাজনৈতিক স্ট্যাটেজি কি তা কি বলে দেবো?

২০০০ : যুবরাজ বলা হয়, কারণ আপনি এলাকায় গেলে ভিআইপি প্রটোকল পান...

নাসের রহমান : না, কক্ষনো না। নিজ নির্বাচনী এলাকায় পুলিশ প্রটেকশন পাই। এসব সত্য নয়। শোনেন আমি একটা কথা বলি, আমি যদি রাজনীতিতে না আসতাম তবে মৌলভীবাজার বিএনপি'র নেতৃত্বে মারাত্মক ভেক্যুয়াম তৈরি হতো। কারণ সাইফুর রহমান তো সিলেট চলে গেছেন। ফলে মৌলভীবাজার সদর থেকে নির্বাচন করার জন্য প্রার্থী তো দূরের কথা, কুত্তা বিলাইও খুঁজে পাওয়া যেতো না। এটা নির্বাচনের ব্যাপার, রাজনীতিও বেসামাল হতো।

২০০০ : এটা তো সাইফুর রহমান সাহেবের ব্যর্থতা। উনি নেতা তৈরি করতে পারেননি।

নাসের রহমান : না। তিনি কখনও স্থানীয় রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করেননি। উনার সারা জীবনের রাজনীতিতে এই কাজটা উনি করেননি।

'সাইফুর রহমান সবকিছু সংস্কার করছেন। যদি পরিবারেও সংস্কার করতেন তাহলে সেটা দেশের জন্য ভালো হতো'

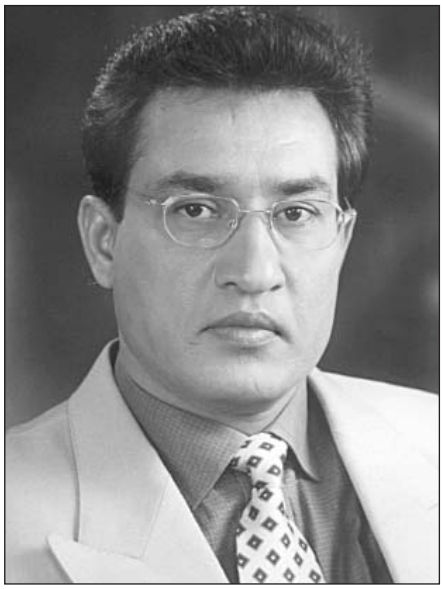

এম এম শাহীন

সংসদ সদস্য, মৌলভীবাজার-২

সাক্ষাৎকার : **গোলাম মোর্তোজা**

সাপ্তাহিক ২০০০ : আপনার এলাকার রাজনৈতিক বিরোধকে কেন্দ্র করে আরেকজন সংসদ সদস্যের সঙ্গে দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছে। জানতে চাই এর কারণ কী?

এম এম শাহীন : আমি নিজেও এর সঠিক কারণ জানি না। আমার সঙ্গে মূলত কোনো সংসদ সদস্যের বিরোধ নেই। যার সম্পর্কে আপনি এই কথাটা বলছেন, তার হয়তো থাকতে পারে আমার সঙ্গে কোনো বিরোধ। আমি যেটা জেনেছি যে, তার একটা ক্ষোভ আছে। মাননীয় অর্থমন্ত্রী সম্পর্কে নাকি সাপ্তাহিক 'ঠিকানা'য় একটি লেখা ছাপা হয়েছে। সেখানে নাকি তাকে গডফাদার বলা হয়েছে। তাকে তুলনা করা হয়েছে ফেনীর জয়নাল হাজারীর সঙ্গে। এটাই হয়তো কারণ।

২০০০ : 'ঠিকানা' তো আপনাদের পত্রিকা। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, আসলেই কি সেখানে এমন কিছু ছাপা হয়েছিল?

শাহীন : হ্যাঁ, হয়েছিল। তবে এটা ঠিকানার কোনো প্রতিবেদন নয়। একটি সমাবেশে একজন সাইফুর রহমান সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন, সিলেটে বিএনপির রাজনীতিতে তিনি গডফাদার। তিনি যা বলেন, সেখানে তাই হয়। এবং হি ইজ লাইক আ আন ডিক্লিয়ার্ড গডফাদার। এটা একটা সমাবেশে একজন বলেছেন রাজনৈতিক বক্তব্য দেয়ার সময়।

২০০০ : এটা কে বলেছেন?

শাহীন : সম্ভবত এমাদ আহমেদ চৌধুরী। সে বিএনপির লিডার। ঠিকানা পত্রিকা তার এই উক্তিটা কোট করে ছেপেছে। তার জন্য তো ঠিকানা রেসপনসিবল নয়। হাজারীর সঙ্গে তার তুলনা করা হয়নি। শুধু বলা হয়েছে যে, বিএনপির রাজনীতিতে হি ইজ দ্য রিয়েলি আন ডিক্লিয়ার্ড গডফাদার ইন সিলেট। এটাকে ইস্যু করা খুবই দুঃখজনক। সাইফুর রহমানের ছেলে নাসের রহমান আমার এলাকাসহ মৌলভীবাজারে কিছু প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। একটি জনসভায় তিনি সরাসরি বলেছেন যে, প্রেসিডিয়াম সেক্রেটারি হতে হলে আমাকে ডান্ডা মেরে আসতে পারলেই প্রেসিডিয়াম সেক্রেটারি করবে। না হলে ঘরে বসে রাজনীতি করতে হবে।

২০০০ : প্রেসিডিয়াম সেক্রেটারি বলতে কি স্থানীয়...

শাহীন : স্থানীয় উপজেলায়। দ্বিতীয়ত, তিনি প্রকাশ্য জনসভায় আমাকে টর্চার করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি দৃঢ়ভাবে বলেছেন, সিলেটে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া বা তারেক রহমান কেউ নয়, সাইফুর রহমান সবকিছু। অর্থাৎ তিনি প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, ওখানে আর কারো রাজনীতি চলবে না। সাইফুর রহমান ও তার রাজনীতিই চলবে।

২০০০ : এটা প্রকাশ্যে বলেছেন তিনি?

শাহীন : রেকর্ড করা আছে আমার কাছে। আমি এখনই আপনাকে দিয়ে দিতে পারি। আমার এলাকার বিএনপি, যুবদল, ছাত্রদলের ৯৫% নেতা-কর্মী আমার সঙ্গে। তারা এ কথায়

খুবই ক্ষিপ্ত হয়েছে। যিনি নমিনেশন দিয়েছেন, যার নেতৃত্বে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল চলে, যার নেতৃত্বে সব মিনিস্ট্রি ফরমড হয়, যার নেতৃত্বে সরকার পরিচালিত হয় এবং যার স্নেহে বা কারণে তিনি আজ রাজনীতিবিদ হয়েছেন তাকে নিয়ে এমন কটূক্তি শুনলে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের সবাই মনঃক্ষুণ্ন হবেন এটাই স্বাভাবিক এবং তাই হয়েছে। যেকোনোভাবেই হোক এ বিষয়টা নিয়ে আমি কথা বলেছি। কারণ দল করবে আবার সেই দলের চেয়ারপার্সনকে কটূক্তি করবে এটা ঠিক নয়।

২০০০ : এটা আপনি কোথায় বলেছেন?

শাহীন : আমি জাতীয় সংসদে বলেছি। ডাবল স্ট্যান্ডার্ড গেইম। অর্থাৎ সামনে এলে খুব ভালো, আর পেছনে গিয়ে মন্দ কথা বলি, আমার শীর্ষ পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ সম্পর্কে কটূক্তি করি, বাজে মন্তব্য করি, নিজেকে বড় করে তুলতে গিয়ে অন্যকে অশ্রদ্ধা করি- চরিত্রের এ দিকটির কথা আমি বলেছি।

২০০০ : আপনি বলেছেন যে, আপনাকে হুমকি দেয়া হয়েছে। এটা কারা দিয়েছে? কিভাবে দিয়েছে?

শাহীন : জনাব নাসের রহমান, প্রকাশ্য জনসভায়। একটু আগে যেটা বললাম, তার বিরুদ্ধে কেউ কথা বললে তিনি সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকশন নেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। রাজনীতির প্রজ্ঞা নাকি এভাবেই হয় তিনি বলেছেন। প্রজ্ঞা পেতে হলে কিছু অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যাকশন নিয়ে, সঙ্গে সঙ্গে ডান্ডা মেরে আসতে হবে। আর সেটাই হবে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট বলে তিনি মনে করেন।

আর এটা করতে পারলেই তিনি এখানকার বিএনপির সেক্রেটারি বানাবেন। তিনি করেছেনও তাই। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে যা ঘটেনি, মৌলভীবাজারের ইতিহাসে তাই ঘটেছে।

২০০০ : কী ঘটেছে?

শাহীন : আমার এলাকায় একটি ক্রিয়াশীল কমিটি ছয় মাসের মাথায় ভেঙে একের পর এক পরিবর্তন করা হচ্ছে। সবচেয়ে ন্যক্কারজনক ঘটনা হচ্ছে বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর দিনে সিনিয়র মোস্ট ৭ জন প্রেসিডিয়াম সেক্রেটারি, কমিটির অ্যাডভান্স সেক্রেটারি, সাধারণ সম্পাদক- এদের বহিষ্কার করা হলো। এটা কোনো দলের রাজনৈতিক ইতিহাসে আছে কি না আমি জানি না।

২০০০ : তাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট কোনো অভিযোগ ছিল?

শাহীন : না, ছিল না। অভিযোগ এটুকুই, তারা আমার সঙ্গে ছিল। কোনো ব্যাখ্যাও চাওয়া হয়নি। এটা কোনো রাজনীতি!

২০০০ : আপনি তো আনুষ্ঠানিকভাবে বিএনপিতে যোগ দেননি।

শাহীন : না, দেইনি, এটা সত্যি।

২০০০ : তাহলে বিএনপির সমর্থক লোকজন আপনার সঙ্গে আছে কেন?

শাহীন : কারণ আমি রাজনীতিতে আসার আগে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের কথা বা একটি শব্দও ঐ এলাকায় কেউ শোনেনি। বেগম খালেদা জিয়ার কথা ঐ গ্রামাঞ্চলে কেউ কোনোদিন পৌঁছাতে পারেনি। সাইফুর রহমান এতো ভালো কাজ করছেন, ঐ এলাকার গ্রামাঞ্চলে কেউ এটা বলেনি। আমিই প্রথম ব্যক্তি যে শহীদ জিয়া, বেগম জিয়া এবং সাইফুর রহমান সাহেবের কথা গ্রামের আনাচে-কানাচে মা-বোনসহ সবার কাছে পৌঁছে দিয়েছি। গত ১২ বছর আমি এ কাজটা করেছি। যে কারণে আমি আসার আগে বিএনপি পাঁচ হাজারের ওপর ভোট কোনো দিন পায়নি। আমি আসার পর সেটা করেছি আশি হাজার। স্বাভাবিকভাবেই আমার প্রতি আনুগত্য থাকবে। আমি আমার দলের চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার প্রতি এখনও অনুগত। আমাকে তিনি বহিষ্কার করেননি। সম্ভবত আমিই একমাত্র এমপি যিনি স্বতন্ত্র থেকে দাঁড়িয়েছি এবং আমাকে কেন্দ্র থেকে বহিষ্কার করা হয়নি। আমি এজন্য কৃতজ্ঞ। আমি পদত্যাগপত্র পাঠিয়েছি। সেটা গ্রহণ করা হয়েছে কি না তাও আমি জানি না।

২০০০ : আপনি বিএনপির কোন পদে ছিলেন তখন?

শাহীন : আমি কুলাউড়া উপজেলায় বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ছিলাম। নির্বাচনের আগে।

২০০০ : আর এখন?

শাহীন : এখন ঐ যে কমিটি, যারা রিয়েলি বিএনপি করে, তাদের ছয় মাসের মধ্যে বহিষ্কার করা হয়েছে। আমি আপনাকে ডকুমেন্ট দিয়ে দেব যেকোনো রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্র মোতাবেক যে কিছু কাজ করতে হয় তার ধারে কাছে না গিয়ে কয়েকবার কমিটি পরিবর্তন হয়েছে। একটি ক্রিয়াশীল কমিটিকে অকার্যকর করা হয়েছে।

এখন নাসের রহমান একটি কমিটি করেছেন। তার কমিটিতে প্রকৃত বিএনপির কোনো নেতা-কর্মী নেই।

২০০০ : নাসের রহমান সংসদে বলেছেন রাজনীতিতে এসে তার স্ট্যাটাস কমে গেছে। আপনাকে উদ্দেশ্য করে তিনি এমন কথা বলেছেন।

শাহীন : তিনি যদি এ কথা বলেন তাহলে বলতে হবে যে, আমাদের যে ৩০০ এমপি সবারই স্ট্যাটাস কমে গেছে। স্বাভাবিকভাবেই যারা রাজনীতিতে আছেন এমপি এবং মাননীয় মন্ত্রীবর্গ, তাদের ৯৯.৯% ক্ষিপ্ত হয়েছেন তার এ কথায়। তার বক্তব্য কোনো রাজনৈতিক আচরণের মধ্যে পড়ে না। খুবই নোংরা কথা বলেছেন। তার এই কথায় অনেকেই নিন্দা জানিয়েছে, দ্বিমত প্রকাশ করেছে, আবার এমনও হয়েছে যে আমার প্রতি যাদের শ্রদ্ধা, সম্মান, সহানুভূতি ছিল না; তার এ কথা বলার পর আমার প্রতি সেটা অনেক গুণ বেড়ে গেছে। আজকেও একজন সিনিয়র এমপি একটি জেলার বিএনপির সভাপতি গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করলো। মুখে বললেনও তিনি সময় পাচ্ছেন না যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এই বিষয়ে কথা বলবেন। এটা আমার প্রাপ্তি। আর তিনি যে বলেছেন এইট পাস, রাজনীতি করতে এসে কে কতটুকু পাস তা আমি জানি না। তবে আমি বলতে চাই, আমি বিয়ে করেছি, তিনি যে দল করেন তার মৌলভীবাজার সদরের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদকের মেয়েকে। সৈয়দ আবদুল মুকিত আমার শ্বশুর। আমার দ্বিতীয়বার বিয়ে করার কোনো ইচ্ছে নেই। তাছাড়া তার পরিবারের সঙ্গে আমার পরিবারের কোনো সদস্যের পারিবারিক বন্ধন তৈরি হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। সুযোগ নেই, করবোও না। সুতরাং আমার বায়োডাটা না খোঁজাই ভালো। তারপরও যদি তার ইচ্ছে থাকে আমার বায়োডাটা নেবার, তাহলে খুঁজে দেখতে পারেন, কোথায় কি পাস করেছি আমি। জনগণকে যেহেতু বলেছেন তিনি, সুতরাং খোঁজ নিতে পারেন।

২০০০ : বলা হয় আঞ্চলিক রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তারকে কেন্দ্র করেই আপনাদের এই বিরোধ। সম্ভবত সাইফুর রহমান সাহেবের আপন ভাই ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন করেছিলেন। আমার যদি ভুল হয়ে না থাকে সেই নির্বাচনে তিনি পরাজিত হয়েছিলেন। এই নির্বাচনে আপনাদের ভূমিকা ছিল বলে শোনা যায়।

শাহীন : এ বিষয়ে সম্পূর্ণ দ্বিমত প্রকাশ করবো আপনার সঙ্গে। তিনি পরাজিত হয়েছিলেন। তবে এটা ঠিক যে ওনার ভাই নির্বাচন করেছিলেন। সেখানে বিরোধও সৃষ্টি হয়েছিল। তবে সেখানে আমাদের কোনো সম্পৃক্ততা ছিল না। মানুষ স্বাভাবিকভাবেই ভোট দিয়েছে। যা হওয়ার তাই হয়েছে। কোনো পর্যায়েই আমাদের সম্পৃক্ততা ছিল না। নির্বাচন তো মানুষের রায়। আপনি যেমন কাজ করবেন তেমন রায় পাবেন। নাসের রহমান যেমন কাজ করেছেন তার চাচা তেমন রায় পেয়েছেন। এলাকার মানুষের সঙ্গে যেমন আচরণ করার কথা তারা সেটা করেননি। আর সে কারণেই তাদের নিজস্ব ইউনিয়নের মানুষরাও তার বিরুদ্ধে মিছিল করেছে। হাজার হাজার মানুষ মিছিল করেছে। বাকিটুকু আমি আর বলতে চাই না।

২০০০ : বন্যার পর আপনার এলাকার জন্য কী করছেন? সরকারি সহায়তা কেমন পেয়েছেন?

শাহীন : বন্যার আগে থেকেই আমরা এলাকার মানুষের সাহায্য-সহযোগিতা করছি। বন্যার সময়ও তাদের পাশে ছিলাম। সমস্যা হচ্ছে এখন সরকারি সাহায্যের ক্ষেত্রে সাংসদ

নাসের রহমানের অপতৎপরতার বিরুদ্ধে আমি অবস্থান নিতে বাধ্য হয়েছি। আমার সঙ্গে বিরোধ নাসের রহমানের। ব্যক্তিগত শত্রুতা নয়, বিরোধ আদর্শের। এর জন্য তো আমার এলাকার মানুষ বঞ্চিত হতে পারে না। বিশ্বব্যাংক, এডিবি বা অন্য কোনো সংস্থা যখন বাংলাদেশ সরকারকে অর্থ দেয়, তখন কিন্তু বলে দেয় না যে, অমুক এলাকায় সাহায্য দিতে হবে। অমুক এলাকায় দেয়া যাবে না। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে এটা করা হচ্ছে। আমার এলাকার মানুষকে তাদের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। ক্ষমতার অপব্যবহার করা হচ্ছে, যা অত্যন্ত অন্যায়। প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া আমার এলাকার রাস্তা উন্নয়নের জন্য যে বরাদ্দ দিয়েছিলেন নাসের রহমান সেটা করতে দিচ্ছেন না। তিনি রুমে গিয়ে কাগজপত্র ছিঁড়ে ফেলেছেন।

২০০০ : কার রুমে গিয়ে?

শাহীন : মৌলভীবাজার এলজিইডির ইঞ্জিনিয়ারের। তাকে দুই দিনের নোটিশে ট্রান্সফার করে দিয়েছে। এই অত্যাচার, অনাচারগুলোর বিরুদ্ধে আমার অবস্থান। বন্যার সময় ত্রাণ তো আমার এলাকার মানুষের প্রাপ্য ছিল। এটা মানবতার দাবি। আমার ব্যক্তিগত দাবি নয়। মানুষের জন্য রাজনীতি করে বেগম খালেদা জিয়া, তার সুষম বন্টনের ভাগ তো আমি পাব। আমার এলাকার মানুষ পাবে। সেজন্য আমি যদি এসব অপকর্মের বিরুদ্ধে কথা না বলি মানুষ কেন আমাকে ভোট দেবে। আমিই বা কেন নীরব থাকবো। যে কারণে আমি কিছুটা সোচ্চার হয়েছি। মানুষের প্রয়োজনেই।

২০০০ : এই পর্যায়ে আপনার রাজনৈতিক অবস্থান কী? বিএনপিতে যোগ দেয়ার কথা ভাবছেন?

শাহীন : বিএনপি করাটা অপরাধ নয়। বিএনপি'র খাতায় নাম না লিখিয়ে যে কেউ বিএনপি করতে পারে। লেখক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, যে কেউ বিএনপিকে সমর্থন করতে পারে। সমর্থন করেছে বলেই তো সরকারে এসেছে। কিন্তু সবার নাম তো খাতায় নেই। আমি সে ধরনেরই একজন মানুষ। আমি এখনও মনে করি, মৌলভীবাজারের বিএনপিকে বাঁচাতে হলে এখানে অভিভাবকত্ব দরকার। আমাদের জেলায় অর্থমন্ত্রী মহোদয় অভিভাবক হিসেবে আছেন। জন্মসূত্রে নাসের রহমান অর্থমন্ত্রীর সন্তান। কিন্তু রাজনৈতিকভাবে বৃহত্তর পরিসরে ভাবলে আরো অনেক সন্তান তার আছে। এই বৃহত্তর সিলেটে বা বাংলাদেশে। যাদের অভাব-অভিযোগ তার শোনা দরকার। তার মধ্যে সেই অভিভাবকত্ব আছে। আশা করবো এই অভিভাবকত্বের টানে সবাইকে নিয়ে ইমিডিয়েটলি তিনি সেটি দেখবেন। কারণ এই জেলার কোন লোক কিভাবে, কার কান্না কতটুকু ভারী হয়েছে এটি তার দেখার সময় হয়েছে। অর্থমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ এখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তার ছেলের কারণে। তার বিরুদ্ধে আগে কখনো কেউ অভিযোগ করেনি। যেহেতু তিনি একজন অভিভাবক, সংস্কার করছেন সর্বক্ষেত্রে। তিনি ব্যাংকের, রাজনীতির, অর্থনীতির সব জায়গায় সংস্কার করছেন। সাইফুর রহমান সবকিছু সংস্কার করছেন। যদি পরিবারেও সংস্কার করতেন তাহলে সেটা দেশের জন্য ভালো হতো। আমারও যদি কোনো কিছু থাকে তাহলে আমাকে ডেকে নিয়ে যা তিনি বলবেন আমি মেনে নেব। আমারও অন্যায় থাকতে পারে। কিন্তু আমি তাকে অভিভাবক হিসেবেই দেখি।